ঐতিহ্যবাহী প্রাগের ঐশ্বর্য

দেবযানী পাল

এক বৃষ্টিভেজা আসন্ন সন্ধ্যায় প্রাগের দিনকয়েকের অতিথি হয়ে যখন ভাকলাভ হাভেল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম তখন কল্পনা করতে পারিনি কত মহিমান্বিত এই শহর। প্রথম দিনে উঁচু-নিচু পাথুরে ছোট পথ, আঁকাবাঁকা অলিগলি পেরিয়ে শহরের পুরনো অঞ্চলের (Stare Mesto) জমজমাট উন্মুক্ত চত্বরে এলাম। বিখ্যাত চার্লস সেতুর পেছনে আর ভ্লটাভা নদীর বাঁকে এ-অঞ্চলে অগণিত কাফে-রেস্তোরাঁ আর দোকান ছাড়া চারিদিকে রোমান আর গথিক সদরের (facade) নানান ধরনের রূপকথার মতো বাড়িঘরের চোখজুড়ানো সৌন্দর্য। তবে এ-অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক ভৌতিক কাহিনিও প্রচলিত। এখানকার ১৩৩৮ সালের অপূর্ব গথিক শৈলীর পৌরপ্রতিষ্ঠান আর ১৪১০ সালের মহাকাশীয় ঘড়িটি নজর কাড়ে। প্রতি ঘণ্টায় যিশুখ্রিস্টের বারোজন শিষ্য ঘড়ি থেকে বেরিয়ে প্রসেশন করে হাঁটেন। ঘড়ির শিল্পীকে কিন্তু পরে অন্ধ করে দেওয়া হয়। কাছাকাছি রয়েছে ১৩৬৫ সালের গথিক শৈলীতে তৈরি তীন গির্জা আর চতুর্দশ শতকের একই শৈলীর আশি মিটার উঁচু চার স্তম্ভের মেরি মাতার গির্জা। তীন গির্জাতে জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ তীকো ব্রাহের (১৫৪৬-১৬০১) কবর আছে। এই গির্জার ছাদে ছুঁচোলো ত্রিকোণ আকৃতির সঙ্গে চারপাশের লম্বা আবর্তিত স্তম্ভগুলোর সমন্বয় মুগ্ধ করে। প্রাগের অনেক গির্জার রূপ এরকম। সেজন্য একে আবর্তিত সূচাগ্র শিখরের শহরও বলা চলে। অনতিদূরে এশিয়া সংগ্রহের জন্য খ্যাত ১৮৬২ সালে নাপ্রশটেক মিউজিয়াম। এছাড়া, এখানকার রকোকো শৈলীতে তৈরি কিনস্কি প্রাসাদের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। এটি শিল্পকলা প্রদর্শন গ্যালারি হিসেবে সারাবছরই ব্যবহৃত হয়।

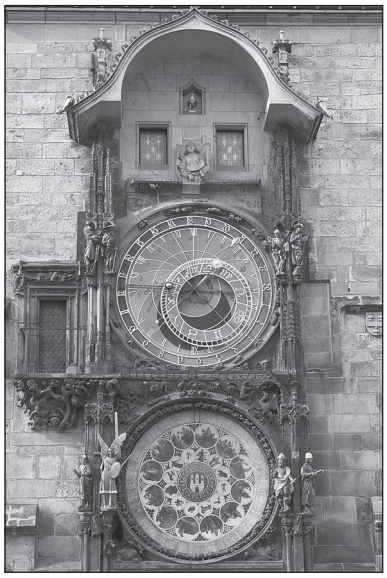

মহাকাশীয় ঘড়ি

আমস্টারডাম প্রবাসী, সুলেখিকা

চার্লস সেতু

লেখক ফ্রানজ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) এই অঞ্চলে অনেকদিন ছিলেন।

ভ্লটাভা নদীতে বিভক্ত প্রাগ শহর মোটামুটি পাঁচটি এলাকার সমন্বয়ে তৈরি। নদীর একদিকে রয়েছে নূতন অঞ্চল (Nove Mesto), পুরানো অঞ্চল (Stare Mesto), আর ইহুদিদের এলাকা (Josefov)। অপরদিকে দুটো ভাগ; ছোট এলাকা (Mala Strana), আর উত্তরের পাহাড়ি হ্রাদচানি অঞ্চল (Hradcany)। দ্বিতীয়দিনে শহরের উত্তরে ইহুদিদের এলাকাতে গেলাম। মোটামুটি মধ্যযুগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জসেফভ এলাকাতে বিরাট ইহুদি মহল্লা ছিল। এককালে বিভিন্ন শৈলীতে তৈরি এ-অঞ্চলের ইহুদি ধর্মস্থানগুলি দেখার মতো। এখানকার ১২৭০ সালের পুরনো-নতুন অথবা স্তারোনভা সিনাগগ ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো ইহুদি মন্দির আর প্রাগের প্রথম গথিক শৈলীর বাড়ি। ১৫৯১ সালের সিনাগগটি এককালের নগরপালক মর্দেখাই মাইসেলের (Mordechai Maisel (১৫২৮-১৬০১) সম্মানে তৈরি হয়। এই অঞ্চলে এক বিরাট অংশ জুড়ে ইহুদিদের কবরখানাও ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটি হল জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ ডেভিড গানসের (১৫৪১-১৬১৩) কবর। এর ওপর একটি ডেভিড স্টার আর একটি হাঁস খোদিত।

তৃতীয় দিনে চেকদের সুবর্ণযুগের রাজা চতুর্থ চার্লসের সময় ভ্লটাভা নদীর ওপর নির্মিত পূর্ব ইউরোপের স্থাপত্য শিল্পের রত্ন, চার্লস সেতু দেখতে গেলাম। ১৩৫৭ সালে তৈরি এই সেতু প্রাগের দুই ভাগকে যুক্ত করেছে। ১৭৪১ সাল পর্যন্ত পাঁচশো ষোলো মিটার লম্বা এটি ছিল একমাত্র সেতু। স্থপতি পিটার পার্লেরের (১৩৩০-১৩৯৯) তত্ত্বাবধানে নির্মিত এটি প্রথমে শুধু পবিত্র ক্রস দিয়ে সাজানো ছিল। এখন সেতুর দুপাশের রেলিং নানান সন্তদের মূর্তি দিয়ে অলংকৃত। এর মধ্যে জেসুইট সন্ত জহান্নেস নেপোমুক, যাঁকে স্পর্শ করলেই ভাগ্য ফেরে, এপিলেপ্সি রোগের বিশারদ, সন্ত ভিতুস, আর প্রাগ শহরের রক্ষাকর্তা সন্ত ওএনসেস্লাসের মূর্তি সত্যই সুন্দর। তবে এগুলি, এদেশের জাতীয় সংগ্রহশালাতে রক্ষিত আসল মূর্তিগুলির প্রতিমূর্তি। চার্লস সেতুতে ওঠা-নামার দুই দিকই বিভিন্ন শৈলীর কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন। সেতুটি সর্বদাই শিল্পী, গায়ক আর নানা ধরনের লোকে লোকারণ্য।

এরপর আমরা প্রাগের ছোট এলাকার কাম্পা দ্বীপে এলাম। ভ্লটাভার এক প্রশাখা, 'প্রাগের

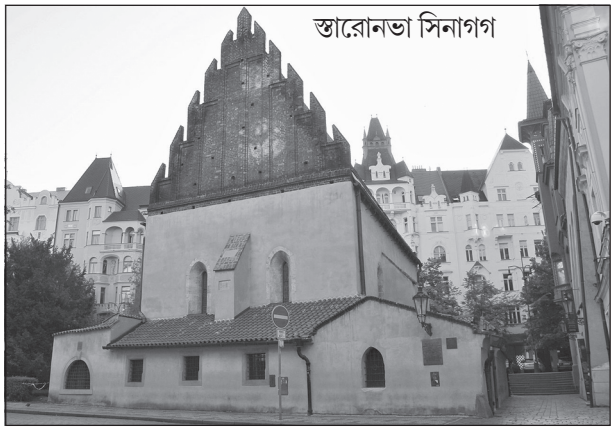
স্তারোনভা সিনাগগ

সন্ত নিকোলাসের গৌরবাভিষেক ফ্রেস্কো

ভেনিস' কাম্পাতে ঢুকেছে। এখানকার হাওয়াকল, গাছপালা, ছোট ছোট বাড়িঘর আর প্রাকৃতিক পরিবেশ অপূর্ব। কাম্পা মিউজিয়ামে মধ্য ইউরোপের শিল্প সংকলনের সংগ্রহশালায় ঢুঁ মেরেই আমরা একটু উত্তরে ১৭০৩ থেকে ১৭৬১-র মধ্যে বারোক শৈলীতে তৈরি সেন্ট নিকোলাস গির্জা দেখতে গেলাম। গির্জার সিলিং-এ ইউরোপের সচেয়ে বড় সন্ত নিকোলাসের গৌরবাভিষেক ফ্রেস্কো রয়েছে। এটি ১৭৭০ সালে জোহান লুকাস ক্রাকেরের (১৭১৭-১৭৭৯) তৈরি। এই গির্জার সঙ্গে স্থাপত্যবিদ্যায় পটু দিয়েন্তজেনহফের পরিবারের (১৬৫৫-১৭২২) নাম জড়িত। এঁরাই প্রাগের পুরনো অঞ্চলে একই নামের আর একটি গির্জা তৈরি করেন। এই অপূর্ব গির্জাতে পৌঁছনোর আগে বিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক ইয়ান নেরুদার (৮৩৪-১৮৯১) নামের ছবির মতো সুন্দর রাস্তাতে একটু বেড়ালাম। ছোট এলাকার ৩১৮ মিটার পেত্রিন পাহাড়ে, যাকে বলা হয় প্রাগের সবচেয়ে বড় সবুজ অঞ্চল, সময়াভাবে ওঠা হল না। এখান থেকে শিখরশোভিত শহর নাকি অপূর্ব দেখায়।

চতুর্থ দিনে প্রাগের হ্রাদচানি অঞ্চলে এলাম। এখানে নানা দর্শনীয় জিনিস ছাড়াও রাজকীয় প্রাসাদ রয়েছে। কয়েকটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ, আর বাটা কোম্পানির জুতোর দোকান নজরে এল। দুর্মূল্য পাথরের দোকানও আছে। এখানকার গাঢ় লাল তামড়ি (Garnet) বিখ্যাত। এ-অঞ্চলেই রয়েছে প্রধানত গথিক শৈলীতে তৈরি অপূর্ব শৈলীর সন্ত ভিতুস ক্যাথিড্রাল। এটি ১৩৪৪ সাল থেকে তৈরি হতে শুরু করে; প্রায় বিংশ শতাব্দীতে শেষ হয়। এই চিত্তাকর্ষক ক্যাথিড্রালে সন্ত ওয়েনসেসলাস -এর সম্মানে নির্মিত দুর্লভ মোজাইকে সুশোভিত একটি উপাসনাকক্ষ আছে। এছাড়া আছে আলফনস মুছার (১৮৬০-১৯৩৯) শিল্পদর্শন। এখান থেকে বেরিয়ে দশ শতকের রোমান শৈলীর সিন্ট জরিস বাসিলিক দেখলাম। তারপর প্রধানত দুর্গরক্ষক তিরন্দাজদের জন্য তৈরি অদ্ভুত সুন্দর ছোট ছোট রঙিন বাড়িতে সাজানো পথে এলাম। সপ্তদশ শতকে স্বর্ণকাররা এখানে বসবাস করত। সেজন্য এই রাস্তাটিকে স্বর্ণপথও বলে। ১৯৮৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের অধিকারী জারোস্লাভ সেইফের্ট (১৯০১-১৯৮৬) এখানে বাস করেছেন। এরপর ইউরোপিয়ান শিল্পকলার জন্য বিখ্যাত সংগ্রহালয় এককালের স্তের্ন্বার্গ প্রাসাদ দেখে কিছু পথ ঘুরে স্ত্রাহভ গির্জাতে এলাম। ১১৪০-এ তৈরি হলেও আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর ১২৮৫ সালে এটি গথিক-বারোক শৈলীতে পুনর্নির্মিত হয়। এখানকার

স্ত্রাহভ গির্জার লাইব্রেরি

আটশো বছরের পুরনো লাইব্রেরি বিখ্যাত। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজপরিবারের আমলে প্রাগে নানান ঢঙে অপরূপ জিনিস তৈরি হয়েছে। এ-শহর শিল্পকলা আর বাস্তুবিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন।

পঞ্চম দিনে প্রাগের নতুন অঞ্চল দেখতে গেলাম। চতুর্দশ শতকে এই বিশাল অঞ্চলে রকমারি বাজার ছিল। এখন উন্মুক্ত চত্বরের চারপাশে গির্জা ছাড়াও বাজার, মিউজিয়াম, অপেরা, থিয়েটার ইত্যাদি রয়েছে। লম্বা-চওড়া ওএনস্এস্লাস স্কোয়ারে ১৯১২ সালে তৈরি ওএনস্এস্লাসের অশ্বারূঢ় মূর্তি। পেছনেই জাতীয় সংগ্রহশালা। চেকরা কলকাতা থেকে কালীঘাট শিল্পকলার যেসব নিদর্শন সংগ্রহ করেছিল সেগুলো এখানে রয়েছে। কিন্তু মিউজিয়াম মেরামতের জন্য এখন বন্ধ। কাছে দ্ভোরাক সংগ্রহশালাও অপূর্ব। অনতিদূরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিংশ শতকের যুগেন্দ শৈলীতে তৈরি হোটেল ইউরোপ। মুগ্ধ হলাম কারেল স্কোয়ারের শান্ত রূপ দেখে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। পার্ক আর বোটানিকাল গার্ডেন্স ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অনেক বাড়ি বারোক শৈলীতে তৈরি। এর মধ্যে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ার চত্বরটি অঙ্গ সঞ্চালন চিকিৎসার বিখ্যাত ডাক্তার ইয়ান পুরকিনজের মূর্তিতে সজ্জিত। এখানে বিদ্বজ্জনদের সমাবেশ আর পড়াশোনার আবহাওয়া।

অপরূপা প্রাগের অত্যাধুনিক জন লেনন দেওয়াল আর স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন নৃত্যরতা বাড়ি দেখে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে শহর ছেড়ে এলাম। অনুভব করলাম, গীতিকাব্যিক রচনাশৈলীর দ্বারা দেশমুক্তির ঐকান্তিক ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিলেন বেদ্রিখ স্মেতানা (১৮২৪-১৮৮৪), আর সুরের মাধ্যমে তাকে রূপায়ণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন লেয়স জানাচেক (১৮৫৪-১৯২৮)। চিরস্মৃতি হয়ে রইল সুরের সঙ্গে হাজার শিখরের শহরের বিরতিহীন নব উদ্দীপনার প্রবণতা।

প্রাগের একটি দৃশ্য